তারিখ : ২৫/১১/২০১৮ ইং

সি পি আই (এম) ২২ তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সম্পাদক রাজনৈতিক - সংগঠনিক রিপোর্ট উত্থাপন করেন। রিপোর্টিং-র মূল অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো।

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সি পি আই (এম)-র ২২ তম রাজ্য সম্মেলন। যখন এক দশক ধরে চলা বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকট তার ব্যবস্থাগত আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী নানা দেশে, এমন কি ভারতেও মাথা চাড়া দিয়েছে উগ্র দক্ষিণপন্থা। পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী পর্ব অঞ্চলে অঞ্চলে এবং প্রত্যেক দেশের ভেতর সৃষ্টি করেছে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য। এর বিরুদ্ধে দেশে দেশে ফেটে পড়ছে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে থাকলেও লাতিন আমেরিকা, নেপাল, ভূটান এমনকি উন্নত ধনতান্ত্রিক কিছু দেশেও বাড়ছে বামপন্থার প্রতি জনসমর্থন। চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং সাফল্য পাচ্ছে। চীন ইতোমধ্যে আর্থিক দিক থেকে বিশ্বের শক্তিশালী দেশ হিসেবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে।

ভারতে আর এস এস পরিচালিত বি জে পি সরকারের বেপরোয়া নয়া উদারবাদী অর্থনীতি অনুসরণ, কর্পোরেট তোষণ নীতির ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম সংকট। বাড়ছে কৃষক আত্মহত্যা, তীব্রতর বেকার সমস্যা। শাসক বি জে পি-র প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ও প্রতারণায় পর্যবসিত। বেড়েছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরনের তীব্রতা। চলছে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ-বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকিরণ ও গেরুয়াকরণের ব্যাপক প্রয়াস। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারও রামমন্দির নির্মাণের জিগির তুলে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রান্ত। আর বি আই - সি বি আই - বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থায় বেড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংসের চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যগুলির অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাত শক্তিশালী করা হচ্ছে। মাথা তুলছে স্বৈরাচার।

ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালায় বামপন্থীরা বিশেষ করে সি পি আই (এম) আর এস এস - বি জে পি'র আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে। পার্টির গণভিত্তি দুর্বল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তৈরি হচ্ছে ব্যাপক জনমত ও প্রতিবাদ।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি তুলেছিল নানা মিথ্যা ও চমকপ্রদ স্লোগান। বইয়ে দিয়েছিল বিপুল অর্থ ও প্রতিশ্রুতির বন্যা। একাংশ মিডিয়া কিনে নিয়ে সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছড়িয়েছিল বল্গাহীন কুৎসা। তুইপ্র্যাল্যান্ডের স্লোগান তুলে উপজাতি অংশের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল বি জে পি-র জোট শরিক আই পি এফ টি। এসব কারণে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন রাজ্যের একাংশ মানুষ।

বিগত ৩রা মার্চ নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের দিন থেকেই শুরু হয় বি জে পি জোটের আক্রমণ। ইতোমধ্যেই বি জে পি ঘাতকদের হাতে শহিদ হয়েছেন পাঁচজন। আহত ও জখম বহু। রাজ্যের সর্বত্র সি পি আই (এম)সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অফিস এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনের অফিসগুলিতে শুরু হয় হামলা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, জবরদখল। বুলডজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে পার্টি ও গণসংগঠনের অফিস। এমনকি জোত জমিতে থাকা বিভিন্ন পার্টি অফিস খুলতে দেওয়া হচ্ছে না। বহু মানুষের বাড়িঘর, দোকানপাটে চালানো হয়েছে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুট। একই সঙ্গে চলছে চাঁদার জুলুম। বি জে পি-র একাংশ নেতা-কর্মী এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন।

গেরুয়া বাহিনী ভেঙেছে মার্কস-লেনিন-চে গুয়েভারাসহ মণীষীদের মূর্তি। বাদ যায়নি দশরথ দেব-বৈদ্যনাথ মজুমদার-রঞ্জন রায়-বিমল সিংহের মূর্তিও। মা মোহিনি ত্রিপুরার স্মৃতিফলক ভেঙে রামমন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে। মে দিবসের অনুষ্ঠানে, কেরালার বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রান তহবিল সংগ্রহে হামলা হয়েছে। রক্তদানে বাধা দেবার মতো অমানবিক ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। মে দিবসের ছুটি বাতিল করেছে জোট সরকার। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বহু বামপন্থী প্রতিনিধিকে পদত্যাগে বাধ্য করার পর সংগঠিত করা হয়েছে উপনির্বাচনের প্রহসন। ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সমবায় সংস্থা। প্রগতিশীল পত্রিকা ডেইলি দেশের কথা ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত। মানুষের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ভূলুণ্ঠিত। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। বাড়ছে মহিলাদের উপর ধর্ষণ নির্যাতন।

এখন রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে কাজ-খাদ্যের সংকট। অর্থনৈতিকভাবে আক্রান্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ। ছাঁটাই করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীদের। রাজ্যে স্তব্ধ উন্নয়ন। অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে এ ডি সি।

জোট সরকার সম্পর্কে এখন মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে মানুষের। সপ্তম পে কমিশনের নামে প্রতারিত রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ বাড়ছে প্রতারিত বেকারদেরও। জোট সরকারের স্বৈরাচারি, অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম, অর্থনৈতিক সংকট ও জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন মানুষ। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে শান্তি-সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের যে পরিবেশ ছিল তার সঙ্গে আজকের রাজ্য পরিস্থিতির তুলনা টানছেন তারা। সমস্ত হুমকি সন্ত্রাস মাড়িয়ে বড় হচ্ছে জনগণের প্রতিবাদের পরিসর।

পরিস্থিতি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। আবার আপনা আপনিই পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের অনুকূলে চলে আসবে না। জনগণই হচ্ছে মূল শক্তি। এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য স্থানীয় পরিস্থিতির বিচারে এবং পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনার লক্ষ্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করা, আরও সক্রিয় আন্তরিকভাবে গণলাইন অনুসরণ করে গণভিত্তিসম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গঠন আমাদের সামনে প্রধান কাজ।